

বাংলাদেশ

জেগে ওঠা মৌলবাদ ও এর ভবিষ্যৎ

হাসিব রহমান

একটা সময় ছিল, যখন বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জনসংখ্যা বিক্ষোভ, অশিক্ষা ও দারিদ্রের দেশ হিসেবেই পরিচিত হত। সেসময় বিশ্ব আমাদের সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে বাড়িয়ে দিয়েছিল তাদের সাহায্যের হাত। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হল, আমাদের দেশ ও অনেক এগিয়ে গেল, যখন এ দেশ দারিদ্র ও অশিক্ষার বেড়াডাল ভেঙ্গে সবেমাত্র বিশ্বের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যাচ্ছে ঠিক তখনই আমাদের অজান্তেই লাখো শহীদের রক্তে রাঙা এ মাটির বুক ফুঁড়ে বেড়িয়ে পড়ল সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের কাল সাপ। এর উপর বাঁধভাঙ্গা দুর্নীতি, রাজনৈতিক সহিংসতা, নীতিহীন রাজনীতি এসব তো আছেই। ফলস্বরূপ আমাদের পুরোনো বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রগুলো আতর্কিত হয়ে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে তাদের সাহায্যের হাত। আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে আমাদের এ দেশকে নিয়ে।

যদি বিশ্ব সম্প্রদায় দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিসত্যিই বদলে তাদের এই সাহায্যের অবশিষ্ট অংশও বন্ধ করে দেয়, তাহলেও আমরা তাদের দোষারোপ করতে পারবো না।

মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক সহিংসতা-প্রভৃতি যে একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে যথেষ্ট তা আমাদের কারোই অজানা নেই। প্রতিদিনকার পত্রিকার পাতা ওল্টালে কিংবা বেসরকারী ইলেকট্রনিক মিডিয়া গুলোর দিকে নজর দিলেই দেখতে পাবো, প্রচুর অস্পষ্ট মজুদ, বোমা বিক্ষোভ, জঙ্গি প্রশিক্ষণ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ এবং সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি আমাদের গ্রাস করতে চলেছে। এসবের অর্থ কী এই নয়, যে সরকার এসব দমনে ব্যর্থ? নাকি সরকার নিজেদের সার্থে এগুলো ঘটাবে? একটু পেছনে তাকালেই আমরা দেখতে পাবো আমাদের ঐতিহ্য।

এ জাতির জন্ম হয়েছিল গনতন্ত্র, নিরাপত্তা, মানবতা, ন্যায়বিচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিহীন চিন্তা-চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এক পর্যায়ে আমাদের এই চিন্তা-চেষ্টাকে বাস্তব রূপ দেবার জন্য আমরা সম্মুখ সমরে যেতে বাধ্য হই এবং পাকিস্তানের মত পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক মৌলবাদপুষ্ট দেশের কোল থেকে বের হয়ে আসি, কিন্তু কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী আমাদের বিপক্ষে ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর তারা সাধারণ ক্ষমা পেয়ে যায়, আমাদের এই উদারতাকে তারা দুর্বলতা হিসেবে ধরে নিয়ে সুযোগ খুঁজতে থাকে। ১৯৭৫ সালে আমাদের জাতির জনককে পাকিস্তানি ভাঙ্গার দায়ে প্রাণ দিতে হয়। এভাবেই পাকিস্তানী সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ আমাদের স্বাধীন দেশে তাদের ভীতি স্থাপন করে। দুর্ভাগ্য জনক হলেও সত্যি এই ঘটনা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদপুষ্ট রাজাকাররাই আজ জামায়াতে ইসলাম নামে রাজনৈতিক দলের পতাকায় বি এন পি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) -এর সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিয়ে আমাদের শাসন করছে। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। যারা একসময় আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে তারাই আজ আমাদের স্বাধীনতার পতাকা গাড়ীতে লাগিয়ে বীরদর্পে লাখো শহীদের রক্তে রাঙা এ মাটির উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তারাই আমাদের মুক্তি যোদ্ধাদের শাসন করে। এসম্মর্কে ২০০১ সালে পাকিস্তানি অনন্যার ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি কবিতায় উল্লেখ করা যায়-

ক্ষমা করো মাগো আমায়

ক্ষমা করো মাগো আমায় চাই না যে আর দেখতে, আজকে তোমায় শাসন করে একাত্তরের কেউটে।	লাশগুলো আজ কাঁদছে মাগো হাজার চিৎকারে, তাদের সাধের গুল বাগিচায় কেউটে বাস করে।	তোমার জন্য লড়ল যারা কোথায় তারা আজ, দেখ মাগো পথের ধুলোয় ফেললো মাথার তাজ।
মনে করে দেখ মাগো তিরিশ বছর আগে, তোমার চলা র'খতে যারা চুকলো যে গুল বাগে।	ক্ষমা করো মাগো আমায় চাই না বেঁচে থাকতে, পারিনি যখন আজকে আমি সেই কেউটে বাঁধতে।	ক্ষমা করো মাগো আমায় কোথায় একতা ? ধিক্ নিজেকে ধিক্ শতাধিক কিসের স্বাধীনতা ?

তোমার সাধের গুল বাগিচায় ফেললো কত লাশ, সেই রক্তে রাঙা হলো মাঠের সবুজ ঘাস।	কান পেতে শোন কাঁদছে ওরা বলছে মাতম করে, একাত্তরের কেউটে আজি শহীদ বেদীর পরে।	
--	---	--

যে কথা বলছিলাম— জেনেই হোক আর না জেনেই হোক এখন বি এন পি আমাদের ৭১-এর কেউটেদের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠ পোষক, এবং এর চরম মূল্য বি এন পি -কে দিতে হবে যা তারা কল্পনাও করতে পারবেনা। তাদের মনে রাখা উচিত ইতিহাসে মির্জাফররা বারবার ফিরে আসে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে জামায়াতে ইসলাম তাদের প্রিয় পাকিস্তানে যা ঘটছে সিটাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে আমাদের দেশে। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে পাকিস্তান মৌলবাদের মদতদাতা দেশগুলোর একটি এবং তারা বাংলাদেশেও এর বিস্মর ঘটাবে"ছ তাদের দেশের জামায়াতে ইসলামীর সাহায্যে, যারা ধর্মের নামে সহিংসতা ও নাশকতা সৃষ্টি করছে।

প্রশ্ন আসতে পারে সরকার কেন এই মৌলবাদের মদদ দেবে? এর উত্তর হল সরকারের ভেতরে থাকা মৌলবাদপৃষ্ঠ দলগুলো সরকারকে (বিএনপি) মদদ দিতে বাধ্য করছে। শুধু তাই নয়, তাদের চাকতে সরকারকে দিয়ে নানা কথাও বলাবে"ছ। আমাদের দেশে মৌলবাদের প্রবেশ ও বিস্মর সম্পর্কে বিশ্বের কাছে নানা রকম বিভ্রান্তিকর তথ্য দিবে"ছ এমনকি আমাদের সবচেয়ে বন্ধুপ্রতীম দেশ ভারতের দিকেও আঙ্গুল তোলাবে"ছ।

আমাদের দেশে মৌলবাদীদের অবস্থানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার পর ১৯৭১ সালে সাধারণ ক্ষমা পাবার পর থেকেই এরা ভেতরে ভেতরে নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের পাশা পাশি অবস্থান নিয়ে এরা নির্বাচনের অংশ নেয় কিন্তু এ দেশের সচেতন জনগণ তাদের প্রত্যাখান করে। এর পর তারা নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে এদেশের ধর্মভীরু জনগণকে বিভ্রান্ত-করতে থাকে। সেসময় আওয়ামী লীগ সরকার শক্ত হাতে এদের প্রতিহত করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এরা হাত মেলায় বি এন পি-র সাথে। ২০০১ সালে বি এন পি জামায়াত সহ চার দলীয় জোট গঠন করে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয়। ক্ষমতা দখলের পরপরই এরা ধর্মের নামে সংখ্যালঘুদের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রলয় নৃত্যে মেতেওঠে। এক বছরের মধ্যে সাধারণ জগণন ও প্রচার মাধ্যমগুলো বিভিন্ন মৌলবাদী ও জঙ্গী দলের মুখোশ উন্মোচন করে। সরকার এসব দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয়। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তাদের এই তৎপরতা থেমে যায়। সরকার বলতে থাকে এদেশে কোন ধর্মীয় মৌলবাদী দল নেই। কিন্তু কয়েকটি উদাহরণই সরকারের এই বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করতে যথেষ্ট। যেমন—

সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী হত্যা, আহমদিয়াদের উপর হামলা, বাংলাভাইয়ের নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, আওয়ামীলীগের জনসভায় বোমা হামলা, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সহ আওয়ামীলীগ নেতাদের হত্যা, সারা দেশে পাঁচশতাধিক বোমা বিস্ফোরণ ও আদালতে বোমা হামলা উল্লেখযোগ্য। প্রচারমাধ্যম, সচেতন জনগণ, বিশ্ব বিবেকের চাপের মুখে সরকার বাধ্যহয় জাগ্রত মুসলিম জনতা পার্টি ও জামায়াতুল মুজাহিদিনের কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু এ অবস্থা কতদিন চলবে? হয়তো পূর্বের মতই আবারও বন্ধ হয়ে যাবে সরকারের এ উদ্যোগে। আবার ও নতুন কোন নামে শুরু হবে মৌলবাদী, জঙ্গী কর্মকাণ্ড। এদের চিরতরে নির্মূল করা হয়তো সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ সরকার কখনওই তাদের সবচেয়ে বড় সহযোগী জামায়াতে ইসলামকে অখুশী করবে না। যারা কিনা ইসলামের নামে মৌলবাদের মূল পৃষ্ঠপোষক। এটা খুবই পরিষ্কার যে, বি এন পি যদি তাদের জামায়াত থেকে আলাদা করে তাহলে হয়তো তাদের পরবর্তী নির্বাচন হারতে হতে পারে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামের পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তান কখনওই চায় না উন্মুক্ত চিন্তাধারার ও স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলো ক্ষমতায় আসুক। তাহলে এদেশে তালেবান বাদ প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না।

এতকিছুর পরও বি এন পি-কে দেশ ও জনগণের স্বার্থে জামায়াত ত্যাগ করতে হবে। আমরা সেই দিনের আশায় থাকি যেদিন বি এন পি - আওয়ামীলীগ সহ সকল মুক্ত চিন্তার রাজনৈতিক দল একসাথে এ দেশের ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করবে। তারা শক্ত হাতে প্রতিহত করবে এবং সমূলে নির্মূল করবে মৌলবাদী ও জঙ্গী দলগুলোকে। আমরা প্রতীক্ষা করি সেই দিনের, যেদিন কোন সন্যাসী, জঙ্গী বলতে পারবে না আমি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় লুকিয়ে ছিলাম। যেদিন কোন খুনী দেশ থেকে সাধারণ ক্ষমা নিয়ে বিদেশে পাড়ী জমাতে পারবে না। এ দেশ হবে সন্যাস, মৌলবাদ, ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মুক্ত সুন্দর সোনার বাংলাদেশ।